বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

বিএফআইইউ সার্কুলার নং- ০৫

তারিখ ঃ ২৮/০৮/ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
১২/১২/২০১২ খ্রিষ্টাব্দ

প্রধান নির্বাহী
সব তফসিলি ব্যাংক ও অর্থ বা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা হস্তান্তরকারী প্রতিষ্ঠান/মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ।

প্রিয় মহোদয়,

আন্তঃদেশীয় ও অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার (Wire Transfer) এর ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩ ধারা ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০১২ এর সংশোধনীসহ) এর ১৫ ধারায় মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে অভ্যন্তরীণ ও আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সব তফসিলি ব্যাংক এবং অর্থ বা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা হস্তান্তরকারী প্রতিষ্ঠান/মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিপালনের জন্য নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ জারী করা হ'ল ঃ

ক. সংজ্ঞা

এ সার্কুলারের বিভিন্ন দফা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সংজ্ঞাসমূহ প্রযোজ্য হবে ঃ

১) **"অয়্যার ট্রান্সফার (Wire transfer)"** বলতে এমন আর্থিক লেনদেনকে বুঝাবে যাতে কোন আবেদনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুরোধে কোন ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম (স্যুইফ্ট/অন্যবিধ) ব্যবহার করে অপর কোন ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান অথবা ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের (অর্থ বা অর্থমূল্য প্রেরণ বা হস্তান্তর কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/মোবাইল ব্যাংকিং এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়োগকৃত এজেন্ট) শাখার সহায়তায় প্রাপক/বেনিফিশিয়ারীকে (ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান) অর্থ প্রদান করে।

২) **"আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার (Cross-border wire transfer)"** বলতে এরূপ আর্থিক লেনদেনকে বুঝাবে যে ক্ষেত্রে আবেদনকারী এবং বেনিফিশিয়ারী ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থান করে। তাছাড়া পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে একটি লেনদেন দেশের বাইরে সম্পাদিত হলে তাও আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার মর্মে গণ্য হবে।

৩) **"অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার (Domestic wire transfer)"** বলতে এরূপ লেনদেনকে বুঝাবে যেক্ষেত্রে আবেদনকারী ও বেনিফিশিয়ারী একই দেশে অবস্থান করে। এক্ষেত্রে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক ট্রান্সফারে ব্যবহৃত প্রক্রিয়া অন্য কোন দেশে সম্পন্ন হলেও তা অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফার মর্মে গণ্য হবে।

৪) **"আবেদনকারী (Applicant/originator)"** বলতে এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে (হিসাব ধারক কিংবা হিসাব ধারক নন) বুঝাবে যার অনুরোধের সূত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান বর্ণিত অয়্যার ট্রান্সফার কার্য সম্পাদন করে।

৫) **"বেনিফিশিয়ারী (Beneficiary)"** বলতে এমন কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে (হিসাব ধারক কিংবা হিসাব ধারক নন) বুঝাবে যার অনুকূলে অর্থ প্রেরণ করা হয়।

৬) **"পূর্ণাঙ্গ (Full)"** বলতে আবেদনকারী বা বেনিফিশিয়ারীর পরিচিতি যাচাইকল্পে প্রয়োজনীয় সকল তথ্যের সন্নিবেশকে বুঝাবে। উদাহরণস্বরূপঃ আবেদনকারী/বেনিফিশিয়ারীর নাম ও বিস্তারিত ঠিকানা, ব্যাংক হিসাব নম্বর (যদি থাকে), জাতীয় পরিচয়পত্র/নিবন্ধন পত্র/গ্রহণযোগ্য পরিচিতিমূলক ছবিযুক্ত আইডি কার্ড ইত্যাদি।

৭) **"সঠিক (Accurate)"** বলতে উপরের (৬) দফায় বর্ণিত এরূপ তথ্যকে বুঝাবে যার সঠিকতা যাচাই করা হয়েছে।

৮) **"অর্থবহ (Meaningful)"** বলতে উপরের (৬) দফায় বর্ণিত এরূপ তথ্যকে বুঝাবে যা বাহ্যত বা আপাতঃ বিবেচনায় যথাযথ মর্মে প্রতীয়মান হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

খ. ব্যাংক/অর্থ বা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা হস্তান্তরকারী প্রতিষ্ঠান/মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানকে সকল ধরণের অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত তথ্যাবলী গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে ঃ

১) আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফার ঃ

i) সাধারণ বা বিশেষ অনুমতির আওতায় অন্যূন ১০০০ (এক হাজার) মার্কিন ডলার বা সমতুল্য পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর **পূর্ণাঙ্গ** ও **সঠিক** তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এছাড়াও বর্ণিত সীমার নীচের লেনদেনসমূহের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর **পূর্ণাঙ্গ** ও **অর্থবহ** তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

ii) আন্তঃদেশীয় অয়্যার ট্রান্সফারের অর্থ বেনিফিশিয়ারীকে প্রদানের ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারী সম্পর্কিত **অর্থবহ** তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

২) অভ্যন্তরীণ ওয়্যার ট্রান্সফার ঃ

i) অন্যূন ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর **পূর্ণাঙ্গ** ও **সঠিক** তথ্য এবং বর্ণিত সীমার নীচের লেনদেনসমূহের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর **পূর্ণাঙ্গ** ও **অর্থবহ** তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ অয়্যার ট্রান্সফারের অর্থ বেনিফিশিয়ারীকে প্রদানের ক্ষেত্রে বেনিফিশিয়ারী সম্পর্কিত **অর্থবহ** তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

ii) মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান উপরোক্ত নির্দেশনার অতিরিক্ত পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে সরবরাহকৃত KYC Format ব্যবহার করবে।

iii) ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে (পণ্য ও সেবা ক্রয় ব্যতীত) পরিশোধ সংক্রান্ত ইন্সট্রাকশন/বার্তায় উপরের **খ** (২)(i) এর অনুরূপ তথ্য সংরক্ষণ করতে হবে।

iv) যে ক্ষেত্রে একক আবেদনকারী কর্তৃক একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে একাধিক বেনিফিশিয়ারীর অনুকূলে অর্থ প্রেরণের নির্দেশনা পুঞ্জীভূত করে গুচ্ছাকারে (ব্যাচ) পাঠানো হয় সেক্ষেত্রে প্রতিটি লেনদেনে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ তথ্য গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়।

v) সরকারী/আধাসরকারী/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অয়্যার ট্রান্সফারের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নির্দেশনার পরিপালন বাধ্যতামূলক নয়। এছাড়াও আন্তঃব্যাংক লেনদেন (অর্থাৎ যেখানে আবেদনকারী ও বেনিফিশিয়ারী উভয় পক্ষই কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান) কার্যক্রমের ক্ষেত্রে উপরের **খ** (২)(i) দফায় বর্ণিত নির্দেশনা পরিপালন অব্যাহতিযোগ্য বিবেচিত হবে।

গ. রিপোর্টিংঃ

১) যদি অয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেনের আবেদনকারী (ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান) কিংবা সংশ্লিষ্ট বেনিফিশিয়ারী জাতিসংঘের Sanction তালিকাভুক্ত[১] বা বাংলাদেশের Sanction তালিকাভুক্ত[২] কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান হয় অথবা এতদ্‌সংশ্লিষ্ট অর্থ মানিলন্ডারিং/সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হতে পারে মর্মে সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত ছকে (সংযোজনী-১) অবিলম্বে মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল, ঢাকা বরাবরে **"সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট"** প্রেরণ করবে।

২) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণের জন্য কতিপয় নির্দেশকের (সন্দেহের ক্ষেত্র উক্ত তালিকার বাইরেও বিস্তৃত হতে পারে) একটি তালিকা (সংযোজনী-২) দেওয়া হলো। সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট করার ক্ষেত্রে সংযুক্ত তালিকায় উল্লিখিত নির্দেশকসহ পূর্ববর্তী গ (১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়াবলীও বিবেচ্য হবে।

৩) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণের জন্য এতদ্‌সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে একটি কার্যকর লেনদেন মনিটরিং ব্যবস্থা (প্রয়োজনে IT based Automated system) প্রবর্তন করবে।

ঘ. অন্যান্য নির্দেশনাঃ

১) অর্থ বা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা হস্তান্তরকারী প্রতিষ্ঠান/মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের এজেন্ট/ক্যাশ পয়েন্ট নির্বাচনের পূর্বে এসব এজেন্ট/ক্যাশ পয়েন্টের যথাযথ

[১] জাতিসংঘের Sanction তালিকা ভুক্ত বলতে মূলতঃ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলেশন নম্বর-১২৬৭ ও ১৩৭৩ এবং এর আনুসঙ্গিক অন্যান্য রেজ্যুলুশনে বর্ণিত তালিকা বোঝাবে। এই তালিকাসমূহ - www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml এ পাওয়া যাবে।

[২] বাংলাদেশের Sanction তালিকা ভুক্ত বলতে মূলতঃ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রকাশিত নিষিদ্ধ ব্যক্তি/সংগঠনের তালিকা বোঝাবে।

যাচাই/বাছাই প্রক্রিয়া (Screening Mechanism) অনুসরণ করতে হবে যাতে এ সমস্ত এজেন্ট/ক্যাশ পয়েন্টের কারনে উদ্ভুত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ক ঝুঁকি হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে ক্যাশ পয়েন্ট/এজেন্ট কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন বিষয়ক কার্যক্রমের জন্য সংশ্লিষ্ট সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সমভাবে দায়ী থাকবে।

২) অর্থ বা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা হস্তান্তরকারী প্রতিষ্ঠান/মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের এজেন্টদের হালনাগাদ তালিকা (যদি থাকে) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে।

৩) মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ক্যাশ পয়েন্ট/এজেন্টদের এতদ্সংক্রান্ত নির্দেশনা পরিপালন অবস্থা যাচাইয়ের নিমিত্তে বার্ষিক ভিত্তিতে ন্যূনতম ৫% ক্যাশ পয়েন্ট/এজেন্টদের উপর নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এ বিষয়ে প্রতি বছরের জানুয়ারি মাসে পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষায় প্রাপ্ত অনিয়মের বিবরণ সম্বলিত একটি সার-সংক্ষেপ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক বরাবরে প্রেরণ করবে।

৪) মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ মোবাইল ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারীর সম্পূর্ণ রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পাদন ও অনুমোদনের পরেই কেবলমাত্র লেনদেন সম্পন্ন করতে পারবে। তবে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পাদনের পর শুধুমাত্র cash in করা যাবে; cash out করা যাবে না।

৫) মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ক্যাশ পয়েন্ট/এজেন্টদের জন্য নিয়মিত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করবে।

৬) এতদ্সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান উপরের অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত আবেদনকারী/বেনিফিশিয়ারী এবং লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যাদি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৫ ধারা অনুসারে ৫(পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করবে। সংরক্ষিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এর চাহিদার প্রেক্ষিতে অবিলম্বে সরবরাহ করতে হবে।

৭) ৳ ১,০০০/-(এক হাজার) বা এর নীচের অংকের লেনদেনের ক্ষেত্রে KYC Requirement অব্যাহতিযোগ্য হবে।

৮) মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান ও ক্যাশ পয়েন্ট/এজেন্টদের মধ্যে সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে অভ্যন্তরীন রিপোর্টিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৯) এতদ্সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনাকালে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে আবশ্যিকভাবে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিধানাবলী, পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক ইস্যুকৃত নির্দেশনা, এ ইউনিট কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত নির্দেশনা এবং এ সম্পর্কিত সব আইন বা বিধিবিধান যথারীতি অনুসরণ করতে হবে।

ঙ. অর্ডারিং, ইন্টারমিডিয়ারী ও বেনিফিশিয়ারী ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠানের করণীয়ঃ

১) অর্ডারিং ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠান ঃ

অর্ডারিং ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই অয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর সঠিক এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে আবেদনকারী প্রদত্ত তথ্যের যথার্থতা অবশ্যই যাচাই করতে হবে এবং এসব তথ্য লেনদেন সম্পন্ন হবার পর ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

২) ইন্টারমিডিয়ারী ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠান ঃ

আন্তঃদেশীয় এবং অভ্যন্তরীণ উভয় ক্ষেত্রে কোন ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানকে চেইন অয়্যার ট্রান্সফারের ইন্টারমিডিয়ারী হিসেবে কার্য সম্পাদনকালে আবেদনকারী সম্পর্কিত তথ্যাদি সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। অর্ডারিং ব্যাংক/প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত তথ্য ইন্টারমিডিয়ারী ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠানকে ন্যূনপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ করতে হবে।

৩) বেনিফিশিয়ারী ব্যাংক/ প্রতিষ্ঠান ঃ

অয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেন কার্যক্রমে জড়িত বেনিফিশিয়ারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানকে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ তথ্যের কোন ঘাটতি আছে কি না তা যাচাই করার জন্য একটি ঝুঁকিভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন

করতে হবে। অয়্যার ট্রান্সফার সংক্রান্ত লেনদেনে আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ তথ্যের কোন ঘাটতি পরিলক্ষিত হলে বিষয়টি সন্দেহজনক কি-না এবং ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটে রিপোর্টযোগ্য কি-না তা বিবেচনা করতে হবে। আবেদনকারীর পূর্ণাঙ্গ তথ্যের ঘাটতির ক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ পারস্পরিক ভিত্তিতে যোগাযোগ করে বা অন্যান্য সূত্র ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়টি সম্পর্কে নিশ্চিত হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করবে।

অপরদিকে সংশ্লিষ্ট প্রাপক/বেনিফিশিয়ারীকে অর্থ পরিশোধের সময় বেনিফিশিয়ারী ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানকে প্রাপক/ বেনিফিশিয়ারীর পরিচিতিমূলক তথ্য সংগ্রহ ও সংশ্লিষ্ট তথ্য ন্যূনপক্ষে ০৫ (পাঁচ) বছর সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

অনুগ্রহপূর্বক এ সার্কুলারের প্রাপ্তি স্বীকার করবেন এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অবহিত করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

স্বাক্ষরিত/-

(দেবপ্রসাদ দেবনাথ)
মহাব্যবস্থাপক
ফোনঃ ৯৫৩০১১৮

প্রতিলিপি নং- বিএফআইইউ (পলিসি) ০৩/২০১২- তারিখ : উল্লিখিত

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ-

১. সকল বিভাগীয় প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২. মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক, মতিঝিল,
ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বগুড়া/সিলেট/সদরঘাট,ঢাকা/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ।
৩. গভর্নর মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৪. ডেপুটি গভর্নর মহোদয়গণের সাথে সংযুক্ত উপ পরিচালক/সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা/নির্বাহী পরিচালক মহোদয়গণের ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, মিরপুর, ঢাকা।
৭. মহাসচিব, দি ইনস্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ, বিএসআরএস ভবন, ১০ম তলা, ১২, কাওরান বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা।
৮. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, ৪২, কামাল আতাতুর্ক এভিনিউ, বনানী, ঢাকা।
৯. চেয়ারম্যান, এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ, ইস্টার্ন কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭৩, কাকরাইল, ঢাকা।
১০. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সকল তফসিলী ব্যাংক ও সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা প্রতিষ্ঠান/স্টক ডিলার, ব্রোকার, মার্চেন্ট ব্যাংকার/এনজিও/এনপিও।
১১. রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এন্ড ফার্মস।
১২. প্রধান নির্বাহী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/কান্ট্রি হেড, সব মানি রেমিটার/মানি ট্রান্সফার কোম্পানী।
১৩. পোস্ট মাস্টার জেনারেল, জিপিও, ঢাকা।
১৪. প্রধান, বৈদেশিক রেমিট্যান্স/পোস্টাল অর্ডার ডিভিশন, জিপিও, ঢাকা।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ মাসুদ রানা)
উপ পরিচালক
ফোন : ৯৫৩০০১০-৭৫/২৪৬২

SUSPICIOUS TRANSACTION REPORT (STR)

(WIRE TRANSFER)

A. Reporting Institution :

1. Name of the Institution:
2. Name of the Branch/Agent:

B. Details of Report:

1. Date of sending report:
2. Is this the addition of an earlier report? Yes ☐ No ☐
3. If yes, mention the date of previous report

C. Suspect Details :

1. Name:
2. Address:
3. Profession/Business:
4. Nationality/Ownership status:
5. Father's name/ Proprietor's name:
6. Mother's Name (where necessary):
7. Date of birth (where necessary):
8. Contact: Mobile No/Email.
9. Any other important Information:

D. Reasons for considering the transaction(s) as unusual/suspicious?

(Mention summary of suspicion and consequence of events)
(Use separate sheet, if needed)

E. List of Documents attached with the report

Signature :
(Authorized officer)
Name :
Designation :
Phone :
Date :

সংযোজনী-২

সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তকরণের সম্ভাব্য নির্দেশক তালিকা।

১. লেনদেনের ক্ষেত্রে লেনদেনের ধরন যদি স্বাভাবিক নিয়মের ব্যত্যয় মর্মে প্রতীয়মান হয়।

২. অনুরোধকারীর KYC প্রোফাইলে বর্ণিত তথ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট লেনদেন সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়া।

৩. অনুরোধকারী কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন লেনদেনের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন পরিচিতি প্রদান করা।

৪. একই দিনে একজন অনুরোধকারী কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ছোট ছোট লেনদেন অথবা একই শাখা হতে ভিন্ন ভিন্ন লেনদেন সম্পন্ন করা।

৫. লেনদেনের পরিমান, সংখ্যা, বেনিফিশিয়ারীর তথ্য ইত্যাদিতে হঠাৎ অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হওয়া।

৬. ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি/দেশ হতে একই বেনিফিশিয়ারীর অনুকূলে Wire Transfer সম্পন্ন হওয়া; যার যৌক্তিকতা পাওয়া যাচ্ছেনা।

৭. অনুরোধকারী কর্তৃক দূর্বল মানি লন্ডারিং ও টেরোরিষ্ট ফাইন্যান্সিং প্রতিরোধ নীতিমালা সম্বলিত দেশে প্রায়শঃই অর্থ প্রেরণ।

৮. অনুরোধকারী কর্তৃক ছোট ছোট পরিমানের অধিকসংখ্যক Wire Transfer বিভিন্ন বেনিফিশিয়ারীর অনুকূলে সম্পন্ন করা।